

আদাবু তালিবুল ইলম ১২তম দারস

আজকের আলোচনার বিষয়:

: হীনমন্যতা ও হারাম বিনোদন

● হীনমন্যতা কি ?

হীনমন্যতা হচ্ছে আত্মমর্যাদার অভাব।

প্রশ্ন হল- একজন তুলিবুল ইলমের আত্মমর্যাদার অভাব ও হীনমন্যতা কেন হয় এবং কিভাবে এই হীনমন্যতা ও আত্মমর্যাদার অভাববোধ সে কাটিয়ে উঠতে পারে

আমাদের সমাজে খুবই দুঃখজনক বাস্তবতা হলো তুলিবুল ইলম যারা, বিশেষ করে যারা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট এদেরকে সেকুলার সমাজ এমনকি তাদের পরিবার পরিজন পর্যন্ত নিচু চোখে দেখে। তালিবুল ইলমের বাবা মা সন্তানদের মধ্যে যাদের মেধা ও পড়ালেখায় ভালো তাদের কে স্কুল-কলেজে পাঠায় এবং যাদের মেধা ও পড়ালেখায় দুর্বল তাদেরকে মাদ্রাসায় পাঠায়। মনে করে স্কুলে পাঠালে পড়ালেখা হতো না, মাদ্রাসায় পাঠালে অন্তত একজন মাওলানা হয়ে বের হতে পারবে। এটি খুবই একটি সাধারণ কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা।

আমাদের তুলিবুল ইলমেদের হীনমন্যতার প্রথম কারণ হচ্ছে তাদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি। একজন তুলিবুল ইলম তার নিজের পরিবার থেকে হীনমন্যতায় ভোগে, তার নিজের পরিবারের সদস্যরা তার মর্যাদা দিতে জানে না। অথচ একজন তুলিবুল ইলমকে তার পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল, তার পরিবারের সর্বোচ্চ শিরোমণি হিসেবে তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। আমরা যদি কোনো স্কুল বা কলেজের সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা দেখবো যে সমাজে স্কুলের শিক্ষককে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং একজন মাদ্রাসার শিক্ষককে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কোনো প্রোগ্রামে একজন স্কুলের শিক্ষার্থীকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় ও একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রটা এমনই।

এজন্যে নিজেদের সমাজ থেকে, নিজেদের পরিবার থেকে, আত্মীয়-স্বজন থেকে সব জায়গা থেকেই তালিবুল ইলম কে ছোট চোখে দেখার কারণে তাদের নিজেদেরকে দুর্বল ও মর্যাদাহীন মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। এ বিষয়গুলোকে ছোটবেলা থেকেই (আত্মমর্যাদাহীনতা ও হীনমন্যতা) মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য এই হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আত্মমর্যাদার বোধটা

নিজের মধ্যে জাগ্রত করার ব্যাপারে তালিবুল ইলম কে খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সে দুটি কাজ করতে পারে

১) সে নিজের আত্মমর্যাদার বিষয়ে নিজেই সচেতন থাকবে এবং এই মর্যাদা সে নিজে অর্জন করবে।

২) মানুষের কাছ থেকে সে মর্যাদা আদায় করে নিতে পারে।

তবে এক্ষেত্রে উচিত কাজ হচ্ছে যে মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা নেয়ার চেষ্টা না করা বরং নিজের মর্যাদা নিজেই প্রতিষ্ঠিত করা। নিজের মর্যাদা নিজেই বুঝিয়ে দেওয়া। তালিবুল ইলম যে একজন মর্যাদাহীন ব্যক্তি নয় তা সমাজকে বুঝিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য।

যদি একজন তালিবুল ইলম বুঝিয়ে দিতে পারে, তার প্রকৃত মর্যাদা কোথায়, তার আত্মসম্মানবোধ কোথায় তখন তার পারিপার্শ্বিক সমাজ, আত্মীয়-স্বজন ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করবে। অথচ আমাদের সমাজে আমরা যারা তালিবুল ইলম আছি, আমরা গলার জোরে মর্যাদা আদায় করতে চাই। কিন্তু গলার জোরে কখনো মর্যাদা আদায় করা যায় না। এজন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজেদের মর্যাদা অবস্থান সম্পর্কে নিজেরা সচেতন হওয়া।

• কিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে নিজেরা সচেতন হতে পাবি

এজন্য করণীয় হল- আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে নিজেকে রাখা।

যতক্ষণ আমরা নিজেকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে রাখতে পারব না, আল্লাহ যা হালাল করেছে সেটা করতে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছে তা বর্জন করতে পারবোনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তালিবুল ইলম হিসেবে জোর গলায় কথা বলতে পারবোনা। আমি নিজেই হারাম কাজে জড়িত থাকলে অন্যকে কিভাবে নিষেধ করব? নিজে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে থাকতে হবে এবং আল্লাহর সকল নাফরমানি থেকে দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহ যা করতে বলেছে তা করবো, আল্লাহ যা নিষেধ করেছে তা পরিত্যাগ করব। বিনিময়ে দুনিয়ার যে যাই বলুক আমার কোন যায় আসে না। এরকম আকিদা, এরকম আত্মবিশ্বাস যখন একজন তালিবুল ইলম এর মধ্যে চলে আসবে তখন নিজে থেকেই তার মনের মধ্যে একটা মানসিক জোর ও মর্যাদাবোধ তৈরি হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন কোনভাবেই কোন হারাম কাজে লিপ্ত না হই।

আমরা কেউই ভুলত্রুটির উর্ধ্বে না। আমাদের সকলেরই ভুল ত্রুটি আছে কিন্তু এর পরেও ভুলের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। যখন আমরা শরীয়তের সকল দিক থেকে হারাম বর্জন করতে পারব এবং হালালের ভিতরে চলতে পারবো তখনই আমরা আল্লাহ সুবহানু তাআলার কাছে মর্যাদাবান হব

এবং মানুষের কাছে আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেন, মানুষও তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়।